কল্যাণী

রজনীকান্ত সেন

[অষ্টম সংস্করণ]

বৈশাখ, ১৩২৫

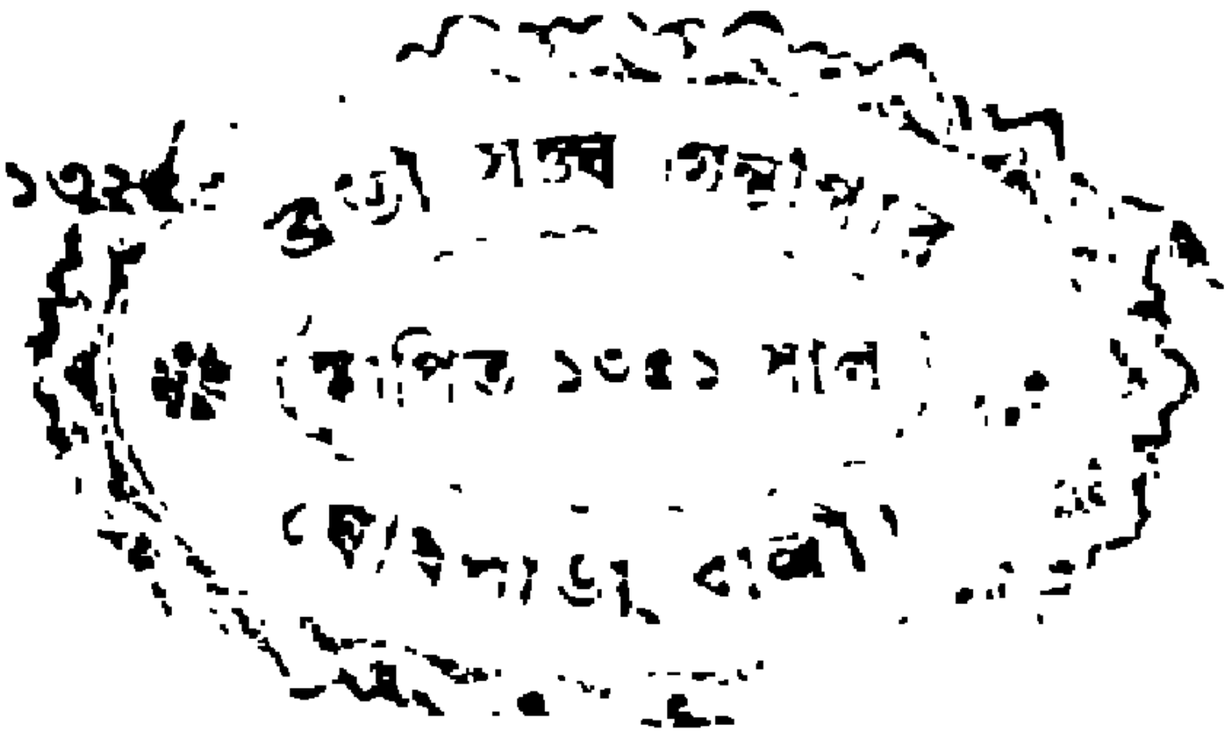

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রকাশক—শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
"গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স"
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীবিহারীলাল নাথ,
"এমারেল্ড প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
৯, নন্দকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, কলিকাতা।

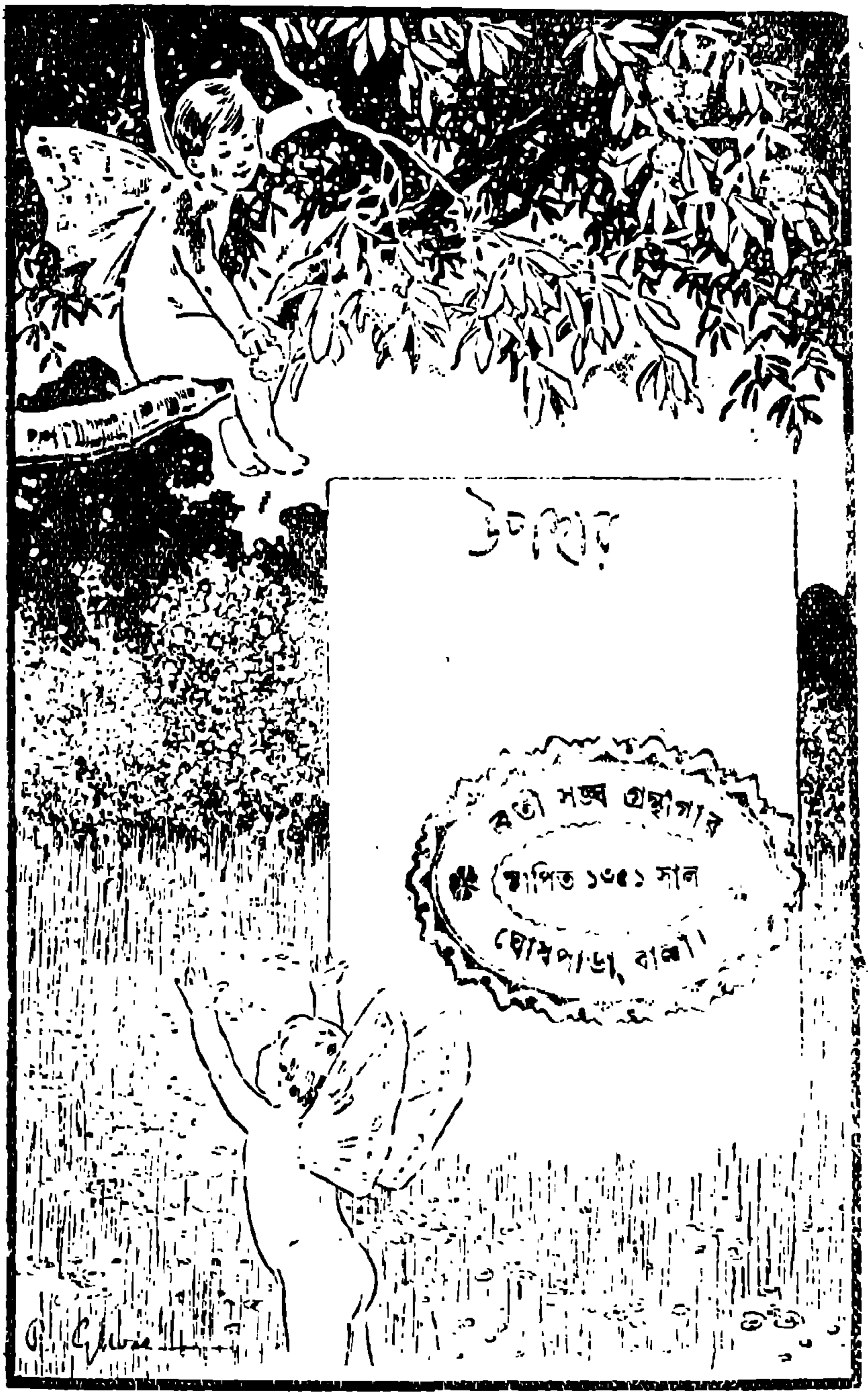

রথী সঙ্ঘ গ্রন্থাগার
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী

তুমি, অখণ্ডহীন, বিরাট	১৮	বিশ্ব বিপদ-ভঞ্জন, মনোরঞ্জন	২৬
তুমি, অরূপ, স্বরূপ	৪৭	বুয়ারে ইংরেজে, যুদ্ধ বেধে গেছে	১০১
তুমি আমার অন্তস্তলের	৪৮	ভারি সুনাম ক'রেছে	১০৬
তুমি সুন্দর, তাই তোমারি	৫৩	ভাসা রে জীবন-তরণী	৬৪
তোমাতে যখন, মজে আমার মন	১১৭	ভীতি-সঙ্কুল এ ভবে	১৯
তোমার নয়নের আড়াল হ'তে	১২	ভেবেছ কি দিন বেশী	৬৭
তোমারি চরণে করি	২৮	ভ্রান্ত, অন্ধ, অন্ধকারে	২৪
তোরা, যা কিছু একটা হ'	৯৭	মন তুই ভুল ক'রেছিস্	৭৯
দুত্তোর, বড় দেক্ সেক্	৯৮	যদি, কুমড়োর মত	১২৬
দেখ, আমরা জজের Pleader	৯৩	যদি, প্রলোভন মাঝে	২৯
দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর	৮৭	যদি মরমে লুকায়ে র'বে	৮
ধীর সমীরে চঞ্চল নীরে	১৭	যদি, হেরিবে হৃদয়াকাশে	৫৫
ধীরে ধীরে বহিছে	৫৪	যমের বাড়ী নাই কোনও পাঁজি	৭১
নিরুপায়, সব যে যায়	১৩	যারে মন দিলে আর	৪৯
নীল-মধুরিমা-ভরা বিমান	৫১	যেমনটি তুমি দিয়েছেলে	৩১
পাতকী বলিয়ে কি গো	৬	রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী	১১৪
পাপ-নদী-কূলে	৩৪	সখা, তোমারে পাইলে আর	৪৬
বারে হ'লি পঞ্চাশের কোটা	৬৯	সাধুর চিতে তুমি আনন্দ-রূপে	২৫
পূর্ণ-জ্যোতিঃ তুমি	৩৭	সে কি তোমার মত, আমার মত	৬১
প্রভু, নিলাজ হৃদয়ে	২৯	স্থান দিও করুণায় তব	২৩
বাজার হুদ্দা কিস্থা আইস্থা	১২৩	হরি প্রেম-গগনে চির-রাকা	১৫
বাপা জীবন (পিতার পত্র)	১০৯	হরি বল্ রে মন আমার	১০৬
বিভল প্রাণ মন	৪৫		

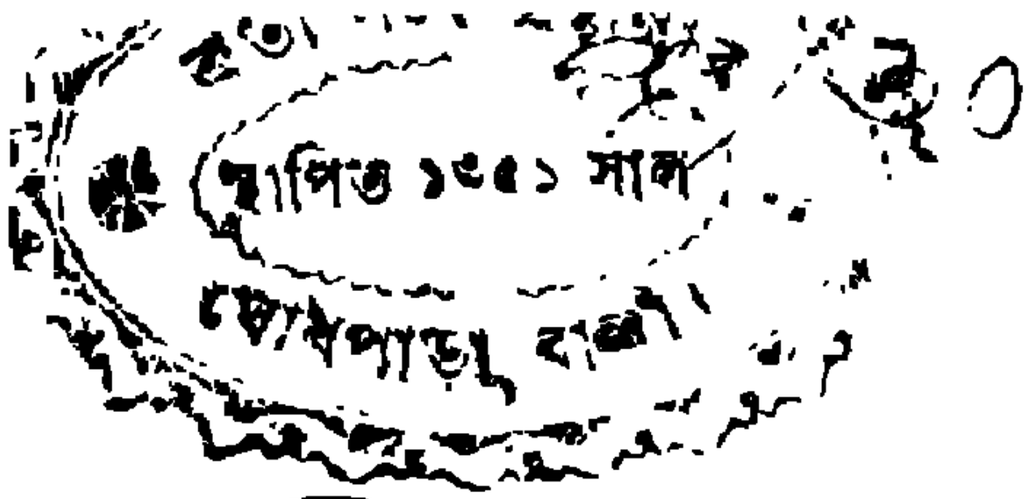

স্থাপিত ১৩৪১ সাল
ঘোষপাড়া

কল্যাণী

ভক্তি-ধারা

আর,—

কত দূরে আছ, প্রভু, প্রেম-পারাবার ?
শুনিতে কি পাবে মৃদু বিলাপ আমার ?
তোমারি চরণ-আশে, ধীরে ধীরে নেমে আসে.
ভকতি-প্রবাহ, দীন ক্ষীণ জলধার।
কঠিন বন্ধুর পথ, পলে পলে বাধা শত,
অচল হইয়া, প্রভু, পড়ে বারবার !
নীরস নিঠুর ধরা, শুষে লয় বারি-ধারা,
কেমনে দুস্তর মরু হ'য়ে যাবে পার ?
বড় আশা ছিল প্রাণে, ছুটিয়া তোমারি পানে.
এক বিন্দু বারি দিবে চরণে তোমার।
পরিশ্রান্ত পথহারা, নিরাশ দুর্ব্বল ধারা,—
করুণা-কল্লোলে, তারে ডাক একবার !

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

দুর্গতি

আর, কত দিন ভবে থাকিব মা ?
পথ চেয়ে কত ডাকিব মা ?
(তুমি) দেখা তো দিলে না, কোলে তো নিলে না,
কি আশে পরাণ রাখিব মা ?

(আমায়) কেহ তো আদর করে না গো,
পতিতে তুলিয়া ধরে না গো,
(মম) দুখে কারো আঁখি ঝরে না গো ;—
(তবু) মোহ নাহি টুটে, ঘুম নাহি ছুটে,
আর কত দিনে জাগিব মা ?

(আমি) শত নিঠুরতা সহিয়া গো,
হৃদয়-বেদনা বহিয়া গো,
(কত) কেঁদেছি তোমারে কহিয়া গো,
(আমি) আঁধারে পড়িয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আর কত ধূলো মাখিব মা ?

মিশ্র খাম্বাজ—একতালা

ক্ষমা

তব, করুণামৃত পারাবারে কেন ডুবালে, দয়াময় ?
এ অযোগ্য অধমেরে, মলিনেরে, কেন এত দয়া হয় ?
(চিত্ত) কাতর করুণা-ভারে, বহিতে আর নাহি পারে,
দুর্ব্বল হয়েছে পাপে, এত দয়া নাহি সয় !
তোমার কথা হেলা ক'রে, পাপ করিয়া ফিরি ঘরে,
(তুমি) হেসে ব'স কোলে ক'রে, দেখে কত লজ্জা হয় ।
নাহি ঘৃণা, নাহি রোষ, নাহি হিংসা, অসন্তোষ,
শুধু দয়া, শুধু ক্ষমা, শুধু অভয়-পদাশ্রয় !

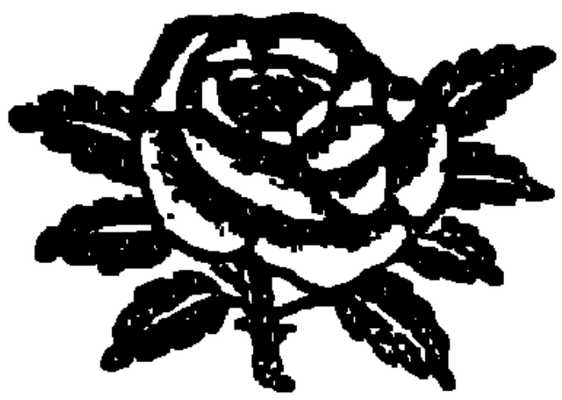

ঝিঁঝিট—যৎ

কেন ?

যদি, মরমে লুকায়ে র'বে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো ?
তব, চরণ-শরণ-তরে, এত ব্যাকুলতা-ভরে,
কেন ধাই, যদি নাহি মিলে গো ?
পাপী তাপী কেন সবে, তোমারে ডাকিয়া ক'বে,
মনো-ব্যথা তুমি না শুনিলে গো ?
যদি, মধুর সান্ত্বনা-ভরে, তুমি না মুছাবে করে,
কেন ভাসি নয়ন-সলিলে গো ?
আনন্দে অনন্ত প্রাণ, করিছে বন্দনা-গান,
অবিশ্রান্ত অনন্ত নিখিলে গো ;
ওগো, সকলি কি অর্থহীন ! শূন্য, শূন্যে হব লীন ?
তবে কেন সে গীত সৃজিলে গো ?
এতই আবেগ প্রভু, ব্যর্থ কি হইবে কভু,
একান্ত ও চরণে সঁপিলে গো ?
যদি, পাতকী না পায় গতি, কেন, ত্রিভুবন-পতি,
পতিত-পাবন নাম নিলে গো ?

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

কবে ?

কবে, তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
তোমারি রসাল নন্দনে ;
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে !

কবে, তোমাতে হ'য়ে যাব, আমার আমিহারা,
তোমারি নাম নিতে নয়নে ব'বে ধারা,
এ দেহ শিহরিবে, ব্যাকুল হবে প্রাণ
বিপুল পুলক-স্পন্দনে !

কবে, ভবের সুখ দুখ চরণে দলিয়া,
যাত্রা করিব গো, শ্রীহরি বলিয়া,
চরণ টলিবে না, হৃদয় গলিবে না,
কাহারো আকুল ক্রন্দনে ।

———

বেহাগ—কাওয়ালী

বৃথা

তোমার. নয়নের আড়াল হ'তে চাই আমি,
তোমারি ভবনে করি' বাস ;
তোমারি তো আমি খাই পরি, তবু
তোমারেই করি পরিহাস !

তুমিই দিয়েছ জ্ঞান-ভকতি,
তুমিই দিয়েছ ইচ্ছা-শকতি,
তবু, তোমারে জানিনে, চরণ চাহিনে,
নাহিক তোমাতে অভিলাষ !

করিনে তোমার আজ্ঞাপালন,
মানিনে তোমার মঙ্গলশাসন,
তোমার, সেবা নাহি করি, তবু কেন, হরি,
লোকে বলে মোরে 'হরিদাস' !

পূরবী—একতালা

নিরুপায়

নিরুপায়, সব যে যায়, আর কে ফিরায় তোমা ভিন্ন !
দেখ্‌লাম জেগে, ভীষণ মেঘে, আমার আকাশ সমাকীর্ণ ;
আর কে রাখে, পাপের পাকে, আর কি থাকে, তরী জীর্ণ ?

(আমি) ডুব্‌লাম হরি তুমি থাক্‌তে, দয়াময়, পার্‌লে না রাখ্‌তে,
তবু একবার নিরাশ প্রাণে হও দেখি হে অবতীর্ণ ;
দেহ মনের কোনও কোণে, নাইক তোমার কোন চিহ্ন ;
এমনি হ'য়ে, গেছি ব'য়ে, ভাব্‌তে যে প্রাণ হয় বিদীর্ণ।

(এই) মলিন মনের অন্তরালে, দেখা দিও অন্তকালে,
একবার তোমায় দেখে মরি, এই বাসনা কর পূর্ণ ;
সময় থাক্‌তে, তোমায় ডাক্‌তে, হয়নি মতি, মতিচ্ছন্ন ;
তাই কি ঠেলে, দিবে ফেলে, মহাপাপী, ঘোর বিপন্ন !

ললিত-বিভাস—একতালা

পূর্ণিমা

হরি, প্রেম-গগনে চির-রাকা।
চির-প্রসন্ন কি মাধুরী-মাখা !

সুপ্ত জগতে, চির-জাগ্রত প্রহরী,
বরষিছ চির-করুণামৃত-লহরী ;—
(মম) অন্ধ আঁখি, মোহে ঢাকা !

সাধু ভকত জন পিয়ে মকরন্দ,
এ হরি, মম মন-গতি অতি মন্দ,
উড়ে' যেতে নাইক পাখা !

পূরবী মিশ্র—কাওয়ালী

কি সুন্দর

ধীর সমীরে, চঞ্চল নীরে,
খেলে যবে মন্দ হিলোল,—
বিগলিত-কাঞ্চন-সন্নিভ শশধর,
জলমাঝে খেলে মৃদু দোল ;—
যবে, কনকপ্রভাতে, নবরবিসাথে,
জাগে সুষুপ্ত ধরা,—
পরিমল-পূরিত কুসুমিত কাননে,
পাখী গাহে সুমধুর বোল ;
যবে, শ্যামল শস্যে, বিস্তৃত প্রান্তর
রাজে, মোহিয়া মন প্রাণ,—
সান্ধ্য-সমীরণ-চুম্বিত-চঞ্চল,
শীত-শিশির করে পান ;
কোটি নয়ন দেহ, কোটি শ্রবণ, প্রভু,
দেহ মোরে কোটি সুকণ্ঠ,—
হেরিতে মোহন ছবি, শুনিতে সে সঙ্গীত
তুলিতে তোমারি যশরোল !

মিশ্র ভূপালী—কাওয়ালী

তুমি ও আমি

তুমি, অন্তহীন, বিরাট, এ নিখিল-ব্যাপী-অচ্যুত-অক্ষর !
আমি, ধূলি-কণিকা, ক্ষুদ্র, দীন, নগণ্য, তুচ্ছ বিনশ্বর।
তুমি, নিত্য-মঙ্গল, জ্যোতিঃ নির্ম্মল, শান্ত, সুমধুর, উজ্জ্বল
আমি, অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন, নিষ্প্রভ, পাপ-পবন-বিচঞ্চল !
তুমি, পরম সুন্দর, বিশ্বভূষণ, পুণ্য-বিভব-অলঙ্কৃত !
আমি, অধম কুৎসিত, দুঃখপীড়িত, নিত্য-পাপ-কলঙ্কিত।
তুমি, মধুর-করুণা-সান্দ্র-লহরী, তৃষাতুর-চির-পোষণ !
আমি, শুষ্ক, নীরস, কঠিন, নির্ম্মম, জীব-শোণিত-শোষণ।
আমি, গর্ব্ব করি, তবু, পুত্র তব, প্রভু,
ভ্রমি সুমঙ্গল পদতলে
তুমি, এক-গৌরব-গর্ব্ব-বঞ্চিত না কর, প্রভু, দুর্ব্বলে।

নটনারায়ণ—তেওরা

ডুবাও

(এই) তপ্ত মলিন চিত বহিয়া এনেছি, তব
প্রেম-অমৃত-মন্দাকিনী-তীরে ;
ধৌত কর হে কর শীতল, দয়ানিধে,
পাবন বিমল সুধাময় নীরে।
সুগভীর অবিরল কল্লোল-মন্দ্রে,
ডুবাও প্রাণের মৃদু রিপু-ষড়যন্ত্রে ;
মুক্তিময় শান্তিময় প্লাবন-তরঙ্গে,
ডুবাও বাসনাকুল দেহ-মন সঙ্গে ;
(আর) দিও না দিও না, প্রভু, যেতে কূলে ফিরে,
(আমি) অতলে জনমতরে ডুবে যাব ধীরে।

মিশ্র—ঝিঁঝিট কাওয়ালী

সহায়তা

যদি, প্রলোভন মাঝে ফেলে রাখ ;
তবে, বিশ্ববিজয়ি-রিপুহারি-রূপে, হরি,
দুর্ব্বল এ হৃদয়ে জাগ ।
যদি, অবিরাম গরজিবে স্বার্থ-সিন্ধু ভব,
নিষ্ফলকলরব-মাঝে ডুবিয়া রব,
তবে, শান্তি-নিলয়, চির-শ্রান্ত-মূরতি ধরি',
ব্যাকুল এ হৃদয়ে থাক ।
যদি, লুকায়ে রাখিবে তোমা, অলীকতাময় ধরা,
ঢাকিবে মোহ-মেঘ, কান্তি তিমির-হরা,
যদি, আঁধারে না পাই পথ—সত্য-সূর্য্য-রূপে
পথহারা হ'তে দিওনাক
আশার ছলনে যদি, হেরি মায়া-মরীচিকা,
নয়ন মোহিয়া পাপ, শেষে আনে বিভীষিকা,
তবে, ভীতি-হরণ, যেন অভয়-বচন-সুধা
বিতরি' এ বিপন্নে ডাক ।

মিশ্র কানেড়া—কাওয়ালী

ভ্রান্ত

ভ্রান্ত, অন্ধ, অন্ধকারে,
তোমারি স্থপথ পাবে কি আর ;
নিঃসহায়, নিঃস্ব, হায় !
অবশ-চিত্তে মোহ-বিকার !
দুর্গম পথে সঙ্গি-হারা, জ্যোতি-হীন আঁখি-তারা,
কণ্টক-বনে পড়ে বুঝি, ওহে
অনাথনাথ, নিবার নিবার !

মিশ্র কানেড়া—একতালা

আমার দেবতা

বিশ্ব-বিপদ-ভঞ্জন, মনোরঞ্জন, দুখহারী ;
চিত-নন্দন, জগবন্দন, ভব-বন্ধন-বারী ;
সর্ব্ব-মূরতি আকৃতি-হীন, পঞ্চভূত-প্রকৃতি-লীন,
দীন-হীন-বন্ধু, করুণা-সিন্ধু, চিত-বিহারী !
নির্ব্বিকার বাসনা-শূন্য, সর্ব্বাধার পরম-পুণ্য,
অজনক বিভু, জগত-জনক, বহিরন্তরচারী ।
পাপ-তিমির-চন্দ্র-তপন, নাশ তাপ, মোহ-স্বপন,
করহ প্রেম বীজ বপন, সিঞ্চি' ভকতি-বারি !

আলেয়া—একতালা

অনাদৃত

তোমারি চরণে করি দুঃখ নিবেদন ;
শান্তি-সুখামৃত-অচল-নিকেতন !

প্রভু, হৃদয়-হীন তব বধির ভবে,
আপনারে ল'য়ে মহাব্যস্ত সবে ;
আর্ত্তে না চাহে, যত স্বার্থ-পরম-ব্রত,
বল কে শুধাবে প্রভু, পর-পরিবেদনা ?

প্রভু, অনাদর-অবহেলে অবশ পরাণ,
চরণে শরণাগত, রাখ ভগবান্ ;
শ্রান্ত পথের পাশে, নয়ন মুদিয়া আসে,
স্নেহ-পরশ দিয়ে, কর হে সচেতন।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

ফিরাও

ও ত, ফিরিল না, শুনিল না,
তব সুধাময় বাণী ;
প্রভু ধর ধর,—
আন তব পানে টানি।
না চিনে তোমারে, না করে তত্ত্ব,
অন্ধ বধির মদির-মত্ত,
পথে চ'লে যেতে,
ট'লে পড়ে পা দু'খানি।
পতিত কি এক মহাবর্ত্ত-ভ্রমে,
পরিশ্রান্ত পিপাসিত পথ-শ্রমে,
ঢাল সুধাধারা,—
ফিরাইয়া ঘরে আনি !

গৌর সারঙ্গ—মধ্যমান

অপরাধী

যেমনটি তুমি দিয়েছিলে মোরে,
তেমনটি আর নাই হে সখা ;
(তুমি) দিয়েছিলে বড় অমূল্য রতন,—
(আমি) ফিরিয়ে এনেছি ছাই হে সখা
যেখানে যা' দিলে ভাল সাজে,
সেথা সাজাইয়াছিলে তাই হে সখা :
(আমি) ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, সরা'য়ে নড়া'য়ে
করিয়াছি ঠাঁই ঠাঁই হে সখা :
(আমি) আমারে দেখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
আবার তোমারে চাই হে সখা :
ভয়ে অনুতাপে, এ চরণ কাঁপে,
আছি, নীরবে দাঁড়ায়ে তাই হে সখা .
ভগ্ন মলিন বিকৃত পরাণ,
পদতলে রেখে যাই হে সখা ;
(তুমি) এই ক'রো, যেন যেমনটি ছিল,
তেম্‌নটি ফিরে পাই হে সখা .

(তুমি) তুলে নিয়ে, প্রেমহস্ত পালকে বুলাও গো ;
(তোমার) প্রেম-সুধা-ফল খাওয়ায়ে, পাখীরে ভুলাও গো ;
(যেন মনে পড়ে না) ; (এই মোহ-পিঞ্জরের কথা,
যেন মনে পড়ে না) ; (এই বন্দীশালের দুখের
আহার, যেন মনে পড়ে না ।)
(প্রভু) শিখাইয়া দেহ তারে, তব প্রেমনাম হে ;
(যেন) সব ভুলি', ওই বুলি, বলে অবিরাম হে ;
(ব'সে তোমারি কোলে) ; (তোমার সুধা-নাম
যেন গায় পাখী, ব'সে তোমারি কোলে) ;
(যেন গাইতে গাইতে, পুলকে শিহরে, তোমারি
কোলে) ; (যেন সব বুলি ভুলে, ঐ বুলি বলে,
তোমারি কোলে ।)

(কবে) পাপের সংসার, ক'রে ছারখার,
গ্রাসে নদী পাপ-ঘর !
(ওই) শুধু ধুপ্ ধাপ্, পড়িতেছে চাপ,
ভয়ে নিদ্রা নাই চোখে ;
(ভাবি) কবে নদী এসে বাসা ভাঙ্গে, ভেসে
যাই কোন্ আঁধার লোকে !
(প্রভু) শুনিয়াছি, তুমি দৃঢ় পুণ্যভূমি,
সাজায়ে রেখেছ দূরে ;
(ওহে) পাপ-নদী যার বাসা ভাঙ্গে, তার
স্থান আছে সেই পুরে।
(ওহে) হতাশের আশা, দিবে কি না বাসা,
(সেই) অভয় নগরে তব ;
(আছি) আঁধারে একাকী, পাব না দেখা কি ?
দিবে না কি কৃপা-লব ?
(ওহে) প্রভু, ভগবান্ ! এক বিন্দু স্থান
দিও চির-স্থির দেশে ;
(যদি) কর নির্ব্বাসিত, ওহে বিশ্বপিতঃ !
(তবে) একেবারে যাই ভেসে !

মনোহরসাই—জলদ একতালা

কোলে কর

আমায়, ডেকে ডেকে, ফিরে গেছে মা ;—
আমি শুনেও জবাব দিলাম না !
এল, ব্যাকুল হ'য়ে "আয় বাছা" ব'লে,—
"বাছা তোর দুঃখ আর দেখ্‌তে নারি,
আয় করি কোলে ;
আয় রে, মুছিয়ে দি' তোর মলিন বদন
আয় রে, ঘুচিয়ে দি' তোর বেদনা।"
আমি, দেখ্‌লাম মায়ের দুনয়নে নীর ;
মায়ের স্নেহে গ'লে, ঝর ঝর
বইছে স্তনে ক্ষীর ;
"আয় রে পিয়াই বাছা পিপাসিত !"
ব'লে, হাত বাড়া'য়ে পেলে না !
এখন, সন্ধ্যাবেলা মায়েরে খুঁজি ;
আমায়, না পেয়ে মা চ'লে গেছে,
(আর) আস্‌বে না বুঝি !
মা গো, কোথা আছ কোলে কর !
আমি আর লুকা'য়ে থাক্‌ব না।

বাউলের সুর—গড় খেমটা

জ্যোতিষ কহিছে তুমি সুচতুর,
মুক্তি তুমি, ঘোষে জ্ঞানতৃষাতুর,
সতীপ্রেমে জানি তুমি সুমধুর,
বিভীষিকা—কহে পাপী অসরল ;

অনুতাপী কহে তুমি ন্যায়বান্,
ভক্ত কহে তুমি আনন্দবিধান,
সুখে শিশু করি' মাতৃস্তন্যপান,
প্রকাশে তোমারি করুণা অতল !

ইমন—একতালা

অনন্ত

অনন্ত-দিগন্ত-ব্যাপী অনন্ত মহিমা তব।
ধ্বনিছে অনন্ত কণ্ঠে, অনন্ত, তোমারি স্তব।
কোথায় অনন্ত উচ্চে, অনন্ত তারকা গুচ্ছে,
অনন্ত আকাশে তব, অনন্ত কিরণোৎসব!
অনন্ত নিয়তিবলে, বায়ু ধায়, মেঘ চলে,
অনন্ত কল্লোল জলে, পুষ্পে অনন্ত সৌরভ;
অনন্ত কালের খেলা, জীবন-মরণ মেলা,
হে অনন্ত, তব পানে উঠিছে অনন্ত রব!
অনন্ত সুষমা-ভরা, অনন্ত-যৌবনা ধরা,
দিশি দিশি প্রচারিছে, অনন্ত কীর্ত্তিবিভব;
তোমার অনন্ত সৃষ্টি, অনন্ত করুণাবৃষ্টি,
অতি ক্ষুদ্র দীন আমি, কিবা জানি কিবা কব!

বাগেশ্রী—আড়া

প্রেমাচল

তব, বিপুল-প্রেমাচল-চূড়ে, বিশ্ব-জয়-কেতু উড়ে,
পুণ্য-পবন-হিল্লোলে, মন্দ মৃদু মৃদু দোলে ;
দিয়ে শান্তি-কিরণ-রেখা, মহিমা-অক্ষরে লেখা,
"ক্লিষ্ট কেবা আয় রে চ'লে, চিরশীতল স্নেহকোলে।"

সাধুগণ, যোগিগণ করিছে সুখে বিচরণ,
চিদানন্দ-মধুর-রস করিছে পান, বিতরণ ;
(ঐ) গগন ভেদি' উঠিছে গীতি, স্বরে জড়িত মধুর প্রীতি,
আনন্দ-অধীর রোলে, তৃষিত ছুটে দলে দলে।

হের বিশাল-গিরি' পরে মুক্তিনির্ঝরিণী ঝরে,
দূরাগত পথশ্রান্ত দু'হাতে তুলি' পান করে;
(কেহ) চাহে না আর ফিরিতে গেহে, প'ড়ে রহে অবশ দেহে
বিভল হ'য়ে "দয়াল" ব'লে, বিভবসুখতৃষা ভোলে।

পরোজ—ঝাঁপতাল

দর্শন

কে রে হৃদয়ে জাগে, শান্ত শীতল রাগে,
মোহতিমির নাশে, প্রেমমলয়া বয় ;
ললিত মধুর আঁখি, করুণা-অমিয় মাখি',
আদরে মোরে ডাকি', হেসে হেসে কথা কয়

কহিতে নাহিক ভাষা, কত সুখ, কত আশা,
কত স্নেহ ভালবাসা, সে নয়নকোণে রয় !
সে মাধুরী অনুপম, কান্তি মধুর, কম,
মুগ্ধ মানসে মম, নাশে পাপ তাপ ভয় !

বিষয়বাসনা যত, পূর্ণভজনব্রত,
পুলকে হইয়া নত, আদরে বরিয়া লয় ;
চরণ পরশ ফলে, পতিত চরণতলে,
স্তম্ভিত রিপুদলে, বলে "হোক্ তব জয় !"

মিশ্র খাম্বাজ—আড় কাওয়ালী

চির-তৃপ্তি

সখা, তোমারে পাইলে আর,—
বৃথা, ভোগসুখে চিত রহে না রহে না ;—
(সে যে) অমৃতসাগরে ডুবে যায়,
সংসারের দুখ তারে দহে না দহে না ।

(সে যে) মণিকাঞ্চন ঠেলে পায়,
(রাজ) মুকুট চরণে দ'লে যায়,
কি বস্তু হিয়ামাঝে পায়,—
আমাদের সনে কথা কহে না কহে না।

(সখা) তোমাতে কি সুধা, কি আনন্দ !
(কত) সৌরভ ! কত মকরন্দ !
সকল বাসনা চিরতৃপ্ত ;—
এ জনমে আর কিছু চাহে না চাহে না।

ভৈরবী—কাওয়ালী

তোমার দৃষ্টি

তুমি আমার অন্তস্তলের খবর জান,
ভাব্‌তে প্রভু, আমি লাজে মরি !
আমি দশের চোখে ধূলো দিয়ে,
কি না ভাবি, আর কি না করি !
সে সব কথা বলি যদি,
আমায় ঘৃণা করে লোকে,
বস্‌তে দেয় না এক বিছানায়
বলে "ত্যাগ করিলাম তোকে" ;
ভাই, পাপ ক'রে হাত ধুয়ে ফেলে,
আমি সাধুর পোষাক পরি ;
আর, সবাই বলে "লোকটা ভাল,
ওর মুখে সদাই হরি ।"
যেমন, পাপের বোঝা এনে, প্রাণের আঁধার কোণে রাখি ;-
অমনি, চম্‌কে উঠে দেখি, পাশে জল্‌ছে তোমার আঁখি !
তখন লাজে ভয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে, চরণতলে পড়ি,—
বলি "বমাল ধরা প'ড়ে গেছি, এখন যা কর হে হরি !"

বাউলের সুর—গড় খেমটা

নষ্ট ছেলে

ওমা, কোন্ ছেলে তোর, আমার মতন,
কাটায় জীবন, ছেলে খেলায় ?
খেলায় বিভোর হ'য়ে কে আর,
পরশ-রতন হারায় হেলায় ?
আমার মত কে অবাধ্য ?
যার, সংশোধন মা তোর অসাধ্য ;—
তুই 'আয়' ব'লে যাস্ কোলে নিতে,
'দূর হ' ব'লে ঠেলে ফেলায় ?
কার উপর এত মমতা ?
রেগে একটা ক'স্‌নে কথা ;—
অপরাধের দ্বিগুণ ক্ষমা,
আমি ছাড়া বল্ মা কে পায় ?
তোর, বুকের দুধ যে খেয়ে বাঁচি,
আমি, কেমন ক'রে ভুলে আছি ?
আমি, এমন তো ছিলাম না আগে,
বড় সরল ছিলাম ছেলে-বেলায় !

সতত শিয়রে জাগো

আহা, কত অপরাধ ক'রেছি, আমি
তোমারি চরণে, মাগো !
তবু, কোল-ছাড়া মোরে করনি, আমায়
ফেলে চ'লে গেলে না গো !

আমি, চলিয়া গিয়েছি 'আসি' বলে',
তুমি, বিদায় দিয়েছ আঁখি-জলে,
কত, আশীষ ক'রেছ, ব'লেছ, "বাছারে,
যেন সাবধানে থাকো ;
আর, পড়িলে বিপদে, যেন প্রাণ ভ'রে,
'মা, মা' ব'লে ডাকো ।"

যবে, মলিন হৃদয়, তপ্ত,
ল'য়ে, ফিরিয়াছি, অভিশপ্ত !
ব'লেছি, "মা আমি করিয়াছি পাপ,
ক্ষমা ক'রে পায়ে রাখো" ;
তুমি, মুছি' আঁখি-জল, বলিয়াছ, "বল্
আর ও পথে যাব নাকো ।"

তুমি মূল

তুমি, সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর, শোভাময় ;
তুমি, উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময় !
তুমি, অমৃত-বারিধি, হরি হে,
তাই, তোমারি ভুবন ভরি' হে—
পূর্ণচন্দ্রে, পুষ্প গন্ধে, সুধার লহরী বয় ;
ঝরে সুধা ধরে সুধাজল, ফল, পিয়াসা ক্ষুধা না রয় ।
তুমি, সর্ব্ব-শকতি মূল হে,
তাহে, শৃঙ্খলা কি বিপুল হে !
যে যাহার কাজ, নীরবে সাধিছে, উপদেশ নাহি লয় ;
নাহি ক্রম-ভঙ্গ, পূর্ণ প্রতি-অঙ্গ, নাহি বৃদ্ধি অপচয় !
তুমি, প্রেমের চির-নিবাস হে,
তাই, প্রাণে প্রাণে প্রেম-পাশ হে,
তাই, মধুমমতায়, বিটপি-লতায়, মিলি' প্রেম-কথা কয় ;
জননীর স্নেহ, সতীর প্রণয়, গাহে তব প্রেমজয় ।

মনোহরসাই ভাঙ্গা সুর—জলদ একতালা

কল্যাণী

প্রেম ও প্রীতি

যদি হেরিবে হৃদয়াকাশে প্রেম-শশধর,—
তবে, সরাইয়া দেহ, তমো-মোহ-জলধর।

চির-মধুরিমা-মাখা, প্রকাশিত হবে রাকা,
ফুটিয়া উঠিবে প্রীতি-তারকা-নিকর।

ঢালিবে অমৃত ধারা, প্রেমশশী, প্রীতি-তারা,
ভাসাইয়া দিবে, পিপাসিত চরাচর!

ভকতি-চকোর তোর, উলাসে হইয়া ভোর,
সে সুধা-প্লাবনে, সন্তরিবে নিরন্তর!

মিশ্র গৌরী—কাওয়ালী

৫৫

আকাশ সঙ্গীত

নীল-মধুরিমা-ভরা বিমান,—
কি গুরুগম্ভীরে গাইছে গান !

কাঁপায়ে থরে থরে ধরা-সমীর,
নিখিল-প্লাবী সেই ধ্বনি গভীর !
শ্রবণে পশে না কি, নর বধির !
উদাস করে নাকি, ও মন প্রাণ ?

বিমান কহে, "আমি শবদ-গুণ,
হৃদয়ে অক্ষয় শকতি-তূণ,
বক্ষে অগণিত শশি-অরুণ,
গ্রহ উপগ্রহ ভ্রাম্যমাণ !

আমারে সৃজি' ধাতা, কুতূহলে,
তারকা-শিশুগুলি দিল কোলে,
হরষে গলাগলি, শিশুদলে,
করিছে ছুটাছুটি নিরবসান ।

আলোকভরা তারা, পুলকময়,
জানে না শিশু-হিয়া, ভাবনা ভয়,

চির-শৃঙ্খলা

চাঁদে চাঁদে বদ্‌লে যাবে, সে রাজার এমন আইন নয় ;
নাইক, তার মুসাবিদা পাণ্ডুলিপি, ভাইরে,—
নাইক তার, বাগ্‌বিতণ্ডা সভাময় ।
সেই, সুরু থেকে ব'চ্ছে বাতাস, চল্‌ছে নদ নদী,
আবার সাগর-জলে কি কল্লোল, আর ঢেউ নিরবধি ;
দেখ, বর্ষে মেঘে বারি-ধারা, ভাই রে,—
তাইতে, ধরার বুকে শস্য হয় । (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে সূর্য্যি ঠাকুর, উদয় হন পূবে,
আবার সন্ধ্যেবেলা, রোজ যেতে হয়, পশ্চিমে ডুবে,
দেখ, অমাবস্যায় চাঁদ ওঠে না, ভাই রে,—
তার, এক নিয়মে বৃদ্ধি-ক্ষয় । (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে ক'চ্ছে ধরা, সূর্য্য-প্রদক্ষিণ,
আবার, মেরুদণ্ডের উপর ঘূরে ক'চ্ছে রাত্রি দিন ;
তাইতে, বার মাস, আর ছ'টা ঋতু, ভাই রে,—
দেখ, ঘূরে ফিরে আসে যায় । (সেই সুরু থেকে)
সেই, সুরু থেকে দিগ্‌দিগন্ত জুড়ে, আকাশ নীল !
ব'সে, উত্তরে ঐ ধ্রুব-তারা, নড়ে না এক তিল !

নশ্বরত্ব

আজ যদি সে, নারাজ হ'য়ে রয় ;—
ভাব্‌তে প্রাণ শিউরে উঠে, শিরায় উষ্ণ শোণিত যে বয় !
তারা সব লক্ষ্য ছেড়ে, কে যায় কার পাছে তেড়ে,
এ ওটার গায়ে প'ড়ে, হয় রে চূর্ণ সমুদয় ;
নিভে যায় রবিশশী,
কে কোথায় যে পড়ে খসি',
দপ্ ক'রে বাতি নিভে, হ'য়ে যায় সব অন্ধকারময় !
ধরাটা কক্ষ ত্যজে, লক্ষ্য আর পায় না খুঁজে,
আঁধারে, পাগলপারা ঘূরে বেড়ায় শূন্যময় ;
কোথা থাকে দালান কোঠা,
কোন জিনিস রয় না গোটা,
লাখ তারা চেপে পড়ে, কর্ম্মনিকেশ তখনি হয় !
গরবের ঘোড়া হাতী, সিংহাসন, সোণার ছাতি,
বিলাসের প্রমোদ-কানন, প্রেমে হৃদয় বিনিময় ;—
মারে যদি একটা ঠেলা,
তবে, ভেঙ্গে যায় এই ভবের মেলা
ঘুচে যায় ধূলো-খেলা, হুলুস্থূল মহাপ্রলয় !

ভাই এখন দেখ্‌রে ভেবে, বসা কি উচিত দে'বে'
কখন টান দিয়ে নেবে, (তার) খেয়াল বোঝা সহজ নয় ;
সে যে, কি ভেবে কখন্ কি করে,
কেন ভাঙ্গে কেন গড়ে,
কান্ত, তুই জীবন ভ'রে ভাব্ না, সেটা ভাবের বিষয় !

বাউলের সুর—গড়খেম্‌টা

সাধনার ধন

সে কি তোমার মত, আমার মত, রামার মত, শামার মত,
ডালা কুলো ধামার মত, যে পথে ঘাটে দেখ্‌তে পাবে ?
সে কি কলা মূলো, কুমড়ো কাঁকুড়,
বেগুন শশা, বেলের মত ?
পেয়ারা আতা, তাল কি কাঁটাল,
আম জাম, নারিকেলের মত ?
সে কি রে মন, মুড়্‌কী মুড়ী, মণ্ডা জিলিপী কচুরী ?
যে, তাম্রখণ্ডে খরিদ হ'য়ে, উদরস্থ হ'য়ে যাবে ?
সে তো হাট-বাজারে বিকায় না রে,
থাকে না তো গাছে ফ'লে,

পরপার

ভাসা রে জীবন-তরণী ভবের সাগরে ;
যাবি যদি ও পারের সেই অভয়-নগরে।
(যেন) মন-মাঝি তোর দিবানিশি রয় হা'লে ব'সে ;
(আর) ভজন-সাধন দাঁড়ি দু'টো দাঁড় মারে ক'সে।
(তোর) প্রেম-মাস্তুলে সাধু-সঙ্গের পা'ল তুলে দে ভাই ;
(বইবে) সুখের বাতাস, চেয়ে দেখ্ তোর অদৃষ্টে মেঘ নাই।
(ওরে) হামেসা তুই দেখিস্ ধরম দিগ্-দর্শনের কাঁটা ;
(আর) তাক্ ক'রে ভাই তালি দিস্ স্বভাবের ফুটো-ফাটা।
(তুই) মাঝে মাঝে দেখ্তে পাবি পাপ-চুম্বকের পাহাড় ;
(মাঝি) টের পাবে না, টেনে নিয়ে জোরে মার্বে আছাড়।
(ওরে) সেইটে ভারি কঠিন বিপদ, চোখ রেখে ভাই চলিস্ ;
(আর) মাঝি দাঁড়ি এক হয়ে ভাই, মুখে হরি বলিস্।
(ওরে) এ পারে তোর বাসা রে ভাই, ঐ পারে তোর বাড়ী ;
(এই) কথাগুলো খেয়াল রেখে, জমিয়ে দে' রে পাড়ি।

বাউলের সুর—কাহারোয়া

নির্লজ্জ

অাঁক্‌ড়ে ধরিস্ যা' কিছু, তাই ফস্কে যায় ;
তবু তোর লজ্জা হয় না, হায় রে হায় !
কত কি হ'ল পয়দা, কিছুতেই হয় না ফয়দা,
টুস্কিটির সয় না রে ভর, দেখ্‌তে দু'খান হ'য়ে যায় ;—
এই আছে এই হাত্‌ড়ে পাস্‌নে,
তাই বলি মন, আর হাত্‌ড়াস্ নে,
যা হারায়, আর তা' চাস্ নে,
ন্যাড়া, যায় রে ক'বার বেলতলায় ?
অকারণ টানা হেঁছা, দু'শ বার খেলি ছেঁচা,
বেহায়া ছেঁচ্‌ড়া হ'লি, কখন্ যেন প্রাণটা যায় ;
যা' খেলে আর হয় না খেতে,
যা' পেলে আর হয় না পেতে,
তাই ফেলে দিনে রেতে,
মরিস্ কিসের পিপাসায় ?

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

আছ ত' বেশ

আছ ত বেশ মনের সুখে !

আঁধারে কি না কর, আলোয় বেড়াও বুকটি ঠুকে।
দিয়ে লোকের মাথায় বাড়ি, আন্‌লে টাকা গাড়ি গাড়ি,
প্রেয়সীর গয়না-সাড়ী, হ'ল গেল লেঠা চুকে !
সমাজের নাইক মাথা, কেউ ত আর দেয়না বাধা ;
সবি টের পাবে দাদা, সে রাখ্‌ছে বেবাক টুকে ;
যত যা' ক'রে গেলে, সেইখানে সব উঠ্‌বে ঠেলে,
তুমি তা' টের কি পেলে,
নাম উঠেছে যে 'Black Book'এ ?
কে কারে ক'র্‌বে মানা ? অমনি প্রায় ষোল আনা,
ভিজে বেড়ালের ছানা, ভাল মানুষ মুখে ;
যত, খুন ডাকাতি প্রবঞ্চনা, মদ গাঁজা ভাঙ্গ, বারাঙ্গনা,
এর মজা বুঝ্‌বে সে দিন,
যে দিন যাবে সিঙ্গে ফুঁকে !

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

আর কেন

পার হ'লি পঞ্চাশের কোঠা।
আর দু'দিন বাদে মন রে আমার,
ফুল ঝ'রে যাবে, থাক্‌বে বোঁটা।

তুই, আশার বশে দিন হারালি,
বশ হ'ল না রিপু ছ'টা ;
তোর, ভিতর মলিন, বাইরে টিকি,
মালার থ'লে তিলক ফোঁটা।

লোকে কয় তোর সূক্ষ্ম বুদ্ধি,
দেখে রে তোর দালান কোঠা ;
তুই, দিনের বেলা রইলি ঘুমে,
আমি বলি তোর বুদ্ধি মোটা।

তুই, পাকা চুলে করিস্ টেড়ি,
যখন বাঁধ্‌তে হয় রে জটা ;
তুই, পান ছেঁচে খাস্, হায় রে দশা,
প'ড়ে গেছে দন্ত ক'টা।

ভোর, খাওয়া পরা ঢের হ'য়েছে,
এখন পারের কড়ি জোটা ;
কান্ত বলে, সব ফেলে দিয়ে,
তুলে নে কম্বল আর লোটা।

ঝিঁঝিট—গড় খেমটা

এখনও

যমের বাড়ী নাই কোনও পাঁজি ;
তার নাইক দিন-বাছাবাছি ;
সে তো মানে না রে বারবেলা, দিক্‌শূল,
গ্রহগুলো রাজ্য হ'তে তাড়িয়েছে বিল্‌কুল,
অমাবস্যা, ত্র্যহস্পর্শ, কিছুতে নয় গররাজী ।
মাসদগ্ধা, কি ভরণী, পাপযোগ ;—
সে কি দেখে, কতক্ষণ কার আছে শনির ভোগ ?
সটান টিকি ধ'রে টেনে নে যায়,
কিসের টিক্‌টিকি হাঁচি ?
ভাব্‌ছে কান্ত ক'দিন থেকে তাই,—
সে ষণ্ডামার্ক কখন এসে ধ'র্‌বে ঠিক ত নাই ;
এখনও কি রইবি ভুলে হরিনাম, রে মন পাজি ?

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

(তুই) নাম ক'রেছিস্ ভারি জবর,
ক'টা তারার রাখিস্ খবর ?
কবে, কোথায়, কোন্‌টার উদয় ?
কোন্‌টা কোথায় যাচ্ছে অস্ত ?
(বল তো দেখি ?)

দু'দিনের জলের বিম্ব,
বুঝিস্ তো অশ্ব-ডিম্ব ;
তুই আবার ভারি পণ্ডিত,
খেতাব দীর্ঘ প্রস্থ।

কান্ত বলে, মুদে আঁখি,
ভাব্‌তো বিশ্ব-ব্যাপারটা কি !
অহংকার চূর্ণ হবে,
সকল তর্ক হবে নিরস্ত !
(অবাক্ হবি !)

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

ধর্‌বি কেমন ক'রে

তারে ধর্‌বি কেমন ক'রে ?
সে কোথা রইল, ও তুই রইলি কোথায় প'ড়ে !
মরিস্ তুই বিশ্ব খুঁজে, দেখিস্ নে নয়ন বুজে,
ব'সে তোর প্রাণের কোণে, বিবেক-মূর্ত্তি ধ'রে ;
তুই ঘুরে বেড়াস্ পরিধিতে,—
সে যে ব'সে আছে কেন্দ্রটিতে ;
সাধনা-ব্যাসের রেখায় পা দিলি নে, মোহের ঘোরে !
তুফান দেখে ডরালি, তীরে পাথর কুড়ালি,
প্রাণের থ'লে পূরালি, পাথরকুচি দিয়ে ;
তুই ডুব্‌লি না রে সাগর-জলে,—
যার তলায় পরশ-মাণিক জ্বলে ;
নিলি, মণির বদলে উপলখণ্ড, আঁধার-ঘরে ।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

গ্রহ-রহস্য

কে পূরে দিলে রে,—
আলোকের গোলক দিয়ে, এই অন্তশূন্য ফাঁক !
কি বিরাট বন্দোবস্ত, ভাব্‌তে লাগে তাক্ !
কে ধ'রে আছে তুলে, কি ধ'রে আছে ঝুলে,
পড়ে না সূতো খুলে, বছর কোটি লাখ !
কেউ আছে চুপ্‌টি ক'রে, কোনটা কেবল ঘোরে,
নিমেষে যোজন জুড়ে, খাচ্ছে কোটি পাক্ !
কোনটা তীব্র-অনল, কেউ আবার শান্ত-শীতল,
কেউ, মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে ঘটায় দুর্ব্বিপাক !
কি দিয়ে তো'য়ের হ'ল, কেন বা ঘূরে ম'ল,
ডেকে আন্ জ্যোতির্ব্বিদে, বুঝিয়ে দিয়ে যাক্।
"জ্ঞান" দেখে বুঝ্‌বি, পাছে
"জ্ঞানী" এক রসে আছে,
কান্ত তুই বুঝ্‌বি যদি, সেই জগদ্‌গুরুকে ডাক।

মিশ্র ভৈরবী—জলদ একতালা

ছিল, দেহের বাহার কি !
সোণার কার্ত্তিক, নধর গঠন, রসের আহারটি ;
এখন, হাড়ের উপর চামড়া আছে,
মাংস গেছে উড়ে।

ভাব্‌তে, "বাঁচ্‌ব কত কাল ;
বুড়ো হ'লে দেখ্‌ব বাবা, ধর্ম্ম কি জঞ্জাল !
এখন খাই তো মুরগী, প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব মাথা মুড়ে।"

দীন কান্ত বলে, ভাই,
আগেই আমি ব'লেছিলাম, তখন শোন নাই ;
(আর) কি ফল হবে খুঁড়্‌লে কুয়ো,
বাড়ী গেছে পুড়ে।

বাউলের সুর—গড় খেম্‌টা

মূলে ভুল

মন তুই ভুল ক'রেছিস্ মূলে !
বাজে গাছ বাড়্তে দিলি,
এখন, কেমনে ফেল্বি শিকড় তুলে ?
ভেঙ্গে সব মজুত টাকা, বাড়ীটি ত কর্লি পাকা,
পছন্দের বলিহারি যাই, ঐ ভাঙ্গন-নদীর ভাঙ্গা কূলে !

দু'টাকা আস্ত যখন, পয়সাটি রাখ্লে তখন,
তহবিল বাড়্ত ক্রমে, বাড়্ল না তোর ভুলে ;
তোর আয় দেখে মন ঘূর্ল মাথা,
ভুলে গেলি তুই শেষের কথা,
দু'হাতে লুটিয়ে দিলি, এখন
কাঁদিস্ ব'সে সব ফুরুলে ।

ছিলি তুই ঘুমের ঘোরে, সব নিলে দু'জন চোরে,
কেন তুই রেখেছিলি, সদর দুয়ার খুলে ?
প্রাণে, প্রথম যখন প'ড়্ল ঢালি,
কু-বাসনার্ পাত্লা কালী,
উঠ্তো রে তুল্লে তখন, এখন কি আর যায় রে ধুলে ?

ব্যারামের সূত্রপাতে, গর-রাজী ওষুধ খেতে ;
কুপথ্য কর্‌লি, এখন গেছে হাত পা ফুলে ;
কান্ত বলে, আকাশ জুড়ে, মেঘ ক'রেছে দেখ্‌লি দূরে,
কি বুঝে ধর্‌লি পাড়ি,
এখন, ঝড় এল মন, ডোব্ অকূলে।

বাউলের সুর—আড় খেম্‌টা

মা সকল, বামুন খাইয়ে সুখী,
আর, আমরাই কি ভোজনে চুকি ?
এই, কণ্ঠা অবধি পরস্মৈপদী
লুচি পান্‌তোয়া ঠুকি।

ঐ, "সিন্দুরশোভাকরং",
আর, "কাশ্যপেয় দিবাকরং"
মন্ত্রে, লক্ষ্মীর অঞ্জলি দেওয়ায়ে,
বলি, 'দক্ষিণাবাক্য করং'।

বড়, মজা এ ব্যাব্‌সাটাতে,
কত, কল্ যে মোদের হাতে ;
ঐ, ফল লাভ, আর মন্ত্রের দৈর্ঘ্য,
দক্ষিণার অনুপাতে ;

সাঁঝে, একপাড়া থেকে ধরি,
জ্ঞান নাই যে বাঁচি কি মরি,
বাড়ী বাড়ী দু'টো ফুল ফেলে দিয়ে,
দু'শো কালীপূজো করি।

পূজোর, কলসী না হ'লে মস্ত,
কেমন, হই যে বিকারগ্রস্ত !
পিতৃলোক সহ কর্ত্তাকে করি
এক দম্ নরকস্থ।

আমরা 'ধর্ম্মদাস দেবশর্ম্ম',
আমরা, বিলিয়ে বেড়াই ধর্ম্ম,
কিন্তু, নিজের বেলায়, খাঁটি জেনো, নেই
অকরণীয় কুকর্ম্ম।

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই।'—D. L. Roy.

দেওয়ানী হাকিম

দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর,
আমরা, মোটা মাইনের মুজুর,
তোমরা, দেখে নাও সবে আপন চক্ষে,
নাম শুনেছিলে 'জুজুর'।

একটু peevish মোদের স্বভাব,
বড়, খাইনে কোর্ম্মা কাবাব,
প্রায় cent per cent খুঁজে দেখ,
নেই diabetesএর অভাব।

আমাদের, মানা কারো সনে মিশ্‌তে,
আমরা, দক্ষ কলম পিশ্‌তে,
ঐ এগারটা থেকে, ছ'টা ব'সে লিখি,
কাগজ দিস্তে দিস্তে।

আমাদের, আজ দিলে রংপুরে,
কাল্‌কে রাঁচিতে ফেল্লে ছুঁড়ে,
দেখ, বদ্‌লীপ্রসাদে হ'য়ে আছি মোরা,
এক দম্ ভবঘুরে।

কভু, জুড়ে দেই মহা তর্ক,
আর, উকীল না হ'লে পক্ষ,
অম্‌নি, ভেবাচেকা খেয়ে হা'ল ছাড়ে, আর
চুকে যায় উপসর্গ।

কভু, উকীল আপন মনে,
কত, ব'কে যান প্রাণপণে ;—
আর, ওদিকে মোদের রায় লেখা শেষ,
কার কথা কেবা শোনে ?

কভু, সাতটা মামলা তুড়ে,
আমরা, এক সাথে নেই জুড়ে ;—
আর, তিনশ' সাক্ষী ব'সে ব'সে খায়,
মরে সবে মাথা খুঁড়ে।

আর ঐ, মাসকাবারের বেলা,
আমরা, খেলি এক নব খেলা,
করি, তিন ডাক দিয়ে অমনি খারিজ,
যেন ডাকাতের চেলা !

আমাদের কাজটা অতীব সোজা,
শুধু, মিল দিয়ে যাই গোঁজা,
এই কলমে যা' আসে ক'রে দি', বাস্
ঘাড় থেকে নামে বোঝা !

বাড়ে, বছরে বছরে মাইনে,
সব, জমা করি কিছু খাইনে ;
আর, কি জানি বাবা, কাল ভাল নয়,
তাই Congressএ যাইনে ।

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই ।'—D. L. Roy.

ডেপুটী

আমরা, 'Dey' কি 'Ray' কি 'Sanyal',
আমরা, Criminal Benchএ 'Daniel',
আমরা, আসামী-শশক তেড়ে ধরি, যেন
Blood hound কি Spaniel !

আমরা, দেখ্‌তে ছোকরা বটে,
কিন্তু কাজে ভারি চট্‌পটে ;
যাঁহা, এজলাসে বসি, মেজাজ রুক্ষ,
চট ক'রে উঠি চ'টে।

আমাদের বয়সটা খুব বেশী নয়,
আর এই, পোষাকটাও এদেশী নয় ;
আর ঐ, 'হাম্‌বড়া' ভাব, মোদের অস্থি-
রক্ত-মাংস-পেশী-ময়।

দু'শ তিন ধারা কি প্রশস্ত !
দেখে, ফরিয়াদীগুলো ত্রস্ত ;
প্রায়, Civil nature ব'লে, দিয়ে দেই
মধুময় গলহস্ত।

আর, যদি দেখি কিছু সন্দ,
ঐ, প্রমাণটা অতি মন্দ,
তবে, আপীল-বিহীন দণ্ডে ক'রে দি,
খালাসের পথ বন্দ।

কারণ, খালাসটা বেশী হ'লে,
উঠেন, কত্তাটি ভারি জ্ব'লে,
আর, শাস্তি ভিন্ন promotion নাই,
কাণে কাণে দেন ব'লে।

কিন্তু, হঠাৎ সাহেবের পা'টা
লেগে,.বাঙ্গালীর পিলে ফাটা—
কভু, মোদের সূক্ষ্মবিচারে দেখেছ
আসামীর জেল-খাটা ?

আর ঐ, মফস্বলে গেলে,
বেশ, বড় বড় ডালা মেলে,
আরে, প্রীতিদান সেটা, তবু লোকে কয়
ডিপুটীটা ঘুষ খেলে।

আর ঐ, কত্তাটি ভালবেসে,
যদি কাণ ম'লে দেন ক'সে,
ঐ, কর-কমলের কোমলতা, করি
অনুভব, হেসে হেসে।

এই নাসায় বিলিতি গুঁতো,
আর এই, পৃষ্ঠে বিলিতি জুতো,—
একটু, দৃষ্টি-কটুতা-দুষ্ট হ'লেও,
তুষ্টিময় বস্তুতঃ।

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই।'—D. L. Roy

উকিল

দেখ, আমরা জজের Pleader,
যত, Public Movementএ leader,
আর, conscience to us is a marketable thing,
(which) we sell to the highest bidder.

দেখ, annually swelling in number,
আমরা, ক'রেছি bar encumber ;
আর, শামলা, চাপকানে, চেন, চশমা, দাড়িতে,
We, look so grave and sombre !

আমরা, বাদীকেও বলি "হ্যালো,
তোমার, মামলা তো অতি ভাল !"
আবার, প্রতিবাদী এলে বলি "জিতে দেবো,
কত টাকা দেবে, ফ্যালো" ।

ছুটো, খেয়েই কাছারী ছুটি,
আর যা' পাই খল্‌সে পুঁটি,
ঐ, জল কাদা ভেঙ্গে, যার যার মত,
কাড়াকাড়ি ক'রে লুটি ।

দেখ, কেউ কারো পানে চায় না,
যত, কম নিতে পার 'বায়না',
সেই কম কত, সে কথা ত' দাদা,
কারো কাছে বলা যায় না !

যাঁদের, বাঁধা ঘরে আছে মাইনে,
তাঁদের, বেশি ত' বল্‌তে চাইনে,
তাঁদের, খেদিয়ে নে যায়, ব'লে "বাঁয় বাঁয়,
'টক্ টক্' * চল্ ডাইনে।"

Bar room ত' চিড়িয়াখানা,
হেথা, হরবোলা পাখী নানা,
কিচির মিচির ক'রে মাথা খায়,
শোনে না কাহারো মানা ;

কেউ কদাচিৎ দেখে নজির,
প্রায়, মার্‌ছে রাজা ও উজির,

* গরু তাড়াইবার শব্দ

আর, শ্যাম ভাবিতেছে, কেমনে রামের
হানিটি করিবে রুজির ।
আমরা, একেবারে ডুবে গেছি,
'This is dishonest advocacy',—
দিলেন হুজুর গালি সুমধুর,
পকেটে ক'রে এনেছি !

Courtএ, ধর্ম্মাবতারের তাড়া,
বাড়ীতে, গিন্নীর নথ-নাড়া,
থতমত খাই, মাথা চুল্‌কাই,
বুঝি মাঝখানে যাই মারা !

সুর—'আমরা বিলেত ফের্‌তা ক'ভাই ।' D. L. Roy.

এয়ার বন্ধু নিয়ে, ব'সে যা জাঁকিয়ে
(আর) ক'সে রসে টান raw.
দেখ্ না, কুমারিকা হ'তে সুদূর হিমাদ্রি,
ছেয়ে ফেল্লে দেশ লক্ষ লক্ষ পাদ্রি,
আর কিছু না হয়, গেয়ে যীশুর জয়,
(একটা) মেম বিয়ের যো ক'রে ল' ;
আরো এক উপায়ে হ'তে পারে যশ,
একটা নূতন হবে, অর্থাৎ 'দশম রস',
বিলিতি যা' কিছু সবি nonsense, bosh,
(জোরে) লিখে বা lectureএ ক' !
কান্ত বলে, একবার জাগ্ তোরা জাগ্,
ভারত-মা'টার জন্যে উঠে প'ড়ে লাগ্,
ব'সে বিছানাতে, ধ'র্লে গিঁঠে বাতে,
(দেখ্ না) হ'লি হাঁটু-ভাঙ্গা 'দ' ।

মিশ্র গৌরী—জলদ একতালা

হুত্তোর, বড় দেক্ সেক্ লাগে,
দেশের কপালে মার হু'শ ঝ্যাঁটা।

ছত্রিশ জেতের সঙ্গে আমোদ ক'রে খাওয়া,
(আর) সচকিতভাবে চতুর্দ্দিকে চাওয়া,
স্মৃতিরত্ন ম'শার ডাক-বাঙ্গলাতে যাওয়া,
আর বেমালুম চম্পট ! বামুনটা কি ঠ্যাঁটা
কলমাস্ত্রে উদ্ধার করেন হিন্দু nation,
ইঙ্গ-বঙ্গ-মিশ্র অদ্ভুত Conversation,
অঙ্গ শৌচে জল নেয়া botheration,
গুরুদেবটা ছুঁচো, পুরুত পাজি বেটা ।
উঠিয়ে দেয়া উচিত বিবাহ-পদ্ধতি,
সন্ধ্যা-গায়ত্রীর হয় না সদর্থ-সঙ্গতি,
বক্তৃতা হাততালি, জাতীয় উন্নতি,
বুঝ্‌লি না রে কান্ত, কপালের দোষ সেটা

আলেয়া—একতালা

বুয়ার যুদ্ধ

বুয়ারে ইংরেজে, যুদ্ধ বেধে গেছে,
নিত্য আসিতেছে খবর তার ;
আজ্‌কে এরা ওরে গুঁতুলে বেড়ে ক'রে,
কাল্‌কে ওরা ধ'রে জবর মার !

ভীষণ কি তুমুল কাণ্ড গোল্‌মেলে !
আমরা করি হেথা যুদ্ধ বোলচেলে ;
তর্কে হেরে গেলে, মাথায় ঘোল ঢেলে,
ধরিয়ে চৈতন, করি দেশের বা'র ।

কামান ছোঁড়ে তারা, সঙীনে মারে খোঁচা,
প্রাণটা ধাঁ ক'রে বেরিয়ে যায় সোজা ;
কাগজে পড়ি যবে এ সব বিবরণ,
ধড়াস্ ক'রে উঠে প্রাণটা কি কারণ !
চ'ম্‌কে উঠি রেতে দেখিয়ে কুস্বপন,
ঘুমটি ভেঙ্গে, ভয়ে রাত কাবার !

আমরা কোথায় আছি, লড়াই কোথা হয় ;
তবু এ প্রাণে যেন সদাই ভয় হয় !

মৌতাত

হরি বল্ রে মন আমার,
নবদ্বীপে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতার !
এমন, বেয়াড়া মৌতাতের মাত্রা চড়িয়ে দিলে কে ?
এখন দশ বছরের ডেঁপো ছেলে চস্‌মা ধ'রেছে ;
আর টেড়ি নইলে চুলের গোড়ায়
যায় না মলয় হাওয়া,
আর, রমজান চাচার হোটেল ভিন্ন
হয় না যাদুর খাওয়া ।
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

চব্বিশ ঘণ্টা চুরুট ভিন্ন প্রাণ করে আইঢাই,
আর, এক পেয়ালা গরম চা তো ভোরে উঠেই চাই ;
সাহেবের, ঘুসি ভিন্ন বিফল নাসা, চাকরী ভিন্ন প্রাণ ;
উপহারশূন্য সাপ্তাহিক আর প্রচারশূন্য দান ;
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

একটু, চুটকী ভিন্ন যায় না সময়, মদ নইলে বিরহ ;
Football ভিন্ন হাড় পাকে না, হয় না কষ্টসহ ;

নাটক দেখ্‌তে নিষেধ ক'র্‌লেই বাপ্‌টা হয়ে যান্ বদ্ ;
এখন জ্বর ছাড়ে না বিনে একটু টাট্‌কা Chicken broth,
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

বিজ্ঞাপনের চটক ভিন্ন ঔষধ কাটে কার ?
আর "এণ্ড কোম্পানী" নাম না দিলে
দোকান চলাই ভার ;
এখন, ফল, ফুল, অলি, চাঁদ, মলয়া, ভিন্ন হয় না পন্থ.
দেখো, কোনও ব্যাপারে যশঃ পাবে না
বিনে একটু মন্থ,
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

ভাল হে চৈতন্য গোসাঞী, জিজ্ঞাসি এক কথা,
আবার, কৃষ্ণ-অবতারে প্রভু, গরু পাবেন কোথা ?
আর, গৌর-অবতারে গোসাঞী, কিসে ছাইবেন খোল ?
মৌতাতী এই কান্তের মনে সেই বেধেছে গোল !
হরি বল্ রে ইত্যাদি ।

মিশ্র খাম্বাজ—কাওয়ালী

(ও যা) বলেন মহম্মদ, ভারি, বেজায় তার কিম্মত,
'খোদাতালা আল্লা' ব'লে কর ভাই সেলাম।
(ভজ) ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মহেন্দ্র আর অরুণ,
(ভজ) বিশ্বকর্ম্মা, গণপতি, বায়ু, যম, বরুণ ;
(ভজ) দেবদেবীদের যান, ইন্দুর, গরুড়, হনুমান্,
(কর) ময়ূর, ষণ্ড, সিংহ, মহিষ, পেঁচারে প্রণাম।

(ভজ) ঋষ্যশৃঙ্গ, অষ্টাবক্র, মরীচি, ক্রতু,
(ভজ) পুলহ, পৌলস্ত, অত্রি, অঙ্গিরা, যতু,
(পূজ) বিশ্বামিত্রে, গৌতম, অনিরুদ্রে,
(ভজ) শ্রীদাম, সুদাম, গুহক, নন্দী, ভৃঙ্গী গুণধাম।

(চল) গয়া, কাশী, বৃন্দাবন, কামাখ্যা, কালীঘাট,
(চল) শ্রীক্ষেত্র, নৈহাটী, শ্রীধাম নবদ্বীপ শ্রীপাট,
যখন যাবে হরিদ্বার, সেই রাস্তা হ'য়ে পার,"
মক্কা থেকে 'হজ' ক'রে ভাই, ফিরো নিজগ্রাম।

মাঝে মাঝে চার্চ্চে যেয়ো বগলে বাইবেল ;
(একটা) সময় ক'রে কোরাণ সরিফ্ প'ড়ো, খুলে দেল্,
কভু গীতাটাও দেখো, আবার শিয়রে রেখো
শাস্ত্রী ম'শার ব্রাহ্মধর্ম্ম-তত্ত্ব দু' একখান।

অহিংসা পরমধর্ম্ম, খেয়ো নিরামিষ ;
আবার গোপনে রমজানের কাছে নিয়ো দু' এক ডিস্ ;
হরিনামের মালা, হাতে ফিরিয়ো দু'বেলা,
সন্ধ্যা ক'রো, নমাজ দিয়ো, কেউ হবে না বাম ।

ক'রো, বাইশ রোজা, একাদশী, হইয়ে শুচি,
খেয়ো শুক্‌তুনী ও ফাউলকারি, বিস্কুট ও লুচি ;
চাই, টিকিটে মজবুত, যেন ফোঁটায় থাকে যুত,
ক'রো, ইদ, মহরম, চড়ক, আর দোল, হইয়ে নিষ্কাম :
হুইস্কিতে তিলতুলসী করিয়ে অর্পণ,
'জগৎ তৃপ্ত' ব'লে গিলে ক'রো পিতার তর্পণ ;
ক'রে কৃষ্ণে নিবেদন, ক'র্‌বে বীফ্‌ষ্টিক্ ভোজন ;
রেখ বদ্‌না, কমোড্, কোশাকুশী, আদি সরঞ্জাম ।

খেয়ো প্রকাশ্যেতে আতপান্ন, গোপনে ফাউল ;
খোদার নামে দরবেশ সেজো, হরিনামে বাউল ।
দীন কান্ত বলে ভাল, নিধির বলিহারি যাই !
এই অপূর্ব্ব খিচুড়ী খেয়ে, আমি ত' গেলাম !

খাম্বাজ—কাওয়ালী—"মাতঃ শৈলসুতা"—সুর

বাপা, অত্র পত্র প্রাপ্ত মাত্র পত্রের উত্তর দিও,
আর, যত্র, তত্র থাকি সত্তর তত্তবাত্রা নিও।
(তোমায়) বিদেশে রাখিয়ে বাপা সসঙ্কত থাকি,
(আর) গোবিন্দ চরণ ভরসা তাঁরেই কেবল ডাকি
এন্‌গেলাপে কি প্রয়োজন ? পোষ্টকাটেই হবে,
সদা মংগল বাত্রা দিবে, আর, সাবধানেতে রবে।
কবে চাঁদমুখ দেখ্‌ব ব'লে দিয়ে আছি ধম্মা;
নিয়ত আসিব্বাদক বিষ্ণু প্রেসাদ শম্মা।

মিশ্র বিভাস—কাওয়ালী

ব্যাকরণের দফা ইতি ;—
তুমি না ক'রেছ পণ্ডিতি গো, পেঁড়োর পাঠশালায় ?
এমন কি আর আজগুবি কাণ্ড, আছে দুনিয়ায় ?

নিজের নামটা হয় না শুদ্ধ,—
বাণী কি বেজায় বিরুদ্ধ গো, হ'য়েছেন তোমায় ;
তাই, লিখ্‌তে বস্‌লে কাগজ পেনে, যুদ্ধ বেধে যায় ;

তোমার বড় পয়সার খাঁক্‌তি,
তাই পঞ্চসংখ্যক রৌপ্যচাক্তি পৌঁছেচে হেথায় ;
আর সেই দিনই তা' ফুরিয়ে গেছে, বিলিতি বিনাময় ।

এই বিংশ শতাব্দীতে,
ছেলের পড়ার কেতাব দিতে, যে চিতে ব্যথা পায়,
তার জীবনে সভ্যজগতের কিবা আসে যায় ?

তোমার, চিঠির জ্বালায় জ্ব'লে মরি ;
একটা কথা, পায়ে ধরি গো, পাইনে মুখ হেথায় ;
তোমার, বৌমার কাছে একটু একটু পড়্‌লে ভাল হয় !

পুরাতত্ত্ববিৎ

রাজা অশোকের ক'টা ছিল হাতী,
টোডরমল্লের ক'টা ছিল নাতী,
কালাপাহাড়ের ক'টা ছিল ছাতি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

আকবর সাহা কাছা দিত কি না,
নুরজাহানের ক'টা ছিল বীণা,
মন্থরা ছিলেন ক্ষীণা কিংবা পীনা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

দণ্ডক কাননে ছিল ক'টা গাছ,
কংসের পুকুরে ছিল কি কি মাছ,
কি বয়সে মরে মুনি ভরদ্বাজ,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

(মহম্মদ) গজনী খেতেন কি কি তরকারী,
সেটা জেনে রাখা কত দরকারী,
দু'শ মাথা ছিল এক চরখারই,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির!

ব্রজ-গোপীগণ গণিয়া বিষাদ,
রুটি খেত, কিংবা খেত ডা'ল ভাত.
প্রত্যহ ক'ফোঁটা হ'ত অশ্রুপাত,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

ক' আঙ্গুল ছিল চাণক্যের টিকি,
দ্রাবিড়েতে ছিল ক'টা টিক্‌টিকি,
গৌতম-সূত্রে রেসম-সূত্রে প্রভেদ কি কি.
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

কৃষ্ণের বাঁশীতে ছিল ক'টা ছ্যাঁদা,
দিলীপের বাগানে ছিল কি না গ্যাঁদা,
কোন্ মুখো হ'য়ে হয় লক্ষ্য বেঁধা,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

বাদসা হুমায়ুন কাট্‌তো কি না টেড়ি,
Alexander খেতেন কি না Sherry,
মীরাবাই, কানে প'র্‌ত কি না ঢেঁড়ি,
এ সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে ক'রেছি জাহির।

তামাক

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন হয় সুধাময় ;
কলির জীব তরা'তে, আবির্ভাব ধরাতে,
এ পোড়া বরাতে, টিকে গেলে হয় ।

তুমি নিত্যবস্তু, সদা বর্ত্তমান,
তুমি চিৎ, জীবের চৈতন্য-নিদান.
সদানন্দ, কর সদানন্দ দান,
(তুমি) প্রত্যক্ষ দেবতা সকল শাস্ত্রে কয়

অম্বুরী, কি আলা, কড়া, মিঠে-কড়া,
সিগার, নস্য, সুর্ত্তি, নানারূপে গড়া,
রুচিভেদে সেবা, যে মূর্ত্তি চায় যেবা,
সেইরূপে তারে দাও পদাশ্রয় ।

গড়গড়ি, কি ফরসী, ডাবায় পত্রঠোসে,
হাতে, কিংবা বস্ত্র-আবরণে, ক'সে,
যখন লাগায় টান, সাধকের প্রাণ,
ভোলে সংসারজ্বালা, কত স্ফূর্ত্তি হয় !

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত

স্বামী—

"চাহিয়া দেখ, এনেছি আজ, জড়োয়া মতিমালা ;
আর সতের ভরি, সোণার এই, মকরমুখো বালা ;
তারের কাণ, পঁচিশ ভরি, হীরের দুটি দুল গো !"

স্ত্রী—

"আহাহা ! কেবা ভাগ্যবতী, আমার সমতুল গো !"

স্বামী—

"এই সোণার সিঁথি, ঝালরে মতি, কপিপাতা অনন্ত এ ;
আর হীরে চুড়ি, একুশ ভরি, হয় কিনা পছন্দ এ ?
খোঁপার শোভা, সোণার ফুল এ, সেজেছে দুটী মীনে।"

স্ত্রী—

"(আহা !) পান সেজে দি, মস্‌লা দিয়ে,
ফেলেছ মোরে কিনে !"

স্বামী—

"কেমন হ'ল পয়লা কাঁঠি, কাটা-বাজু, এ চন্দ্রহার ?
(আর) হীরের সাতলহরী মালা, ঝ'ল্‌কে নাশে অন্ধকার !
জরির বডি, পার্শী সাড়ী বড্ড বেশী দামী এ !"

স্ত্রী—

"(আহা !) মুছিয়ে দেই, বদনখানি, বড্ড গেছ ঘামিয়ে ।"

স্বামী—

"এ সব, এনেছি বড় ব'য়ের তরে, তোমার তরে আনিনি !
ও কি ও ? আরে, কাঁদ কেন ? ছি ! রাগ ক'রো না মানিনি
তোমার সব গহনা আছে, বড় ব'য়েরি নাই গো !"

স্ত্রী—

"হায় কি হ'ল ! ধর গো ধর, পড়িয়া বুঝি যাই গো !"

মনোহরসাই—ঝাঁপতাল

বাঙ্গালের বৈরাগ্য

চাইরদিক্‌থনে, পাগ্‌লা, তরে ঘির‍্যা ধোর্‌চে পাপে ;
অ্যাহন মইষের সিঙ্গে গুত্তা মার্‌বো, বাচাইবো কোন্ বাপে ?
(তোর) হইয়্যা গ্যাচে নিঃশ্বাস বন্দ ;
মুখ ফিরাইচেন কৃষ্টচন্দ্র ;
(আর) তরে কি বাচাইয়্যা তুল্‌বো, হরিনামের ছাপে ?
(তুই) রাজা হৈয়্যা বোস্‌চস্ তক্তে,
নাইয়্যা উঠ্‌চস্ মা'ন্‌ষের রক্তে,
(আর) থরথরাইয়্যা কাইপ্যা উঠ্‌চে, পিরথিমি তর্ দাপে !
(ক') আজ ক্যান্ পাগ্‌লা ছ্যাহে আগুন ?
পুর‍্যা হইচস্ পোরা বাইগুন ?
(ঐ) ঘিরা বোস্‌চে শিয়াল সগুণ,
কোন্ বা ছ্যাব্‌তার শাপে ?

মিশ্র-গৌরী—কাওয়ালী

বিয়েপাগ্‌লা বুড়ো ও তাহার বাঙ্গাল চাকর

কর্ত্তা। আমার, এমন কি বয়েসটা বেশী ?
সত্য হ'লে কোষ্ঠী, এই যে আস্‌ছে জ্যোষ্ঠী,
এই মাসে পূরিবে আশী !
আরে না না ! আমার বিয়ে কর্‌বার কাল
যায়নিকো এখনো ;—আরে নন্দলাল !
কি বলিস্ ?

চাকর। কর্‌তা অ্যাহনো ছাওয়াল
হইবো, বিয়্যা করেন ;—তামুক লইয়্যা আসি।

কর্ত্তা। আরে দেখ্‌না আমার সংসারো অচল,
ছেলে পিলে মানুষ কে করে তাই বল ;
আমি, চুলে কলপ দেবো, দাঁত বাঁধিয়ে নেবো ;
আর এম্‌নি ক'রে হাস্‌বো সুধা-মাখা-হাসি। (প্রদর্শন)
আমার, চামড়া গেছে ঝুলে, চোক গেছে কোটরে,
কোমর গেছে বেঁকে, বেড়াই লাঠি ধ'রে ;—
তা,—শৃঙ্গার-তিলক কিছু নেব তোয়ের ক'রে ;

চাকর। আর যৈবন ফির‍্যা পাইবেন, হইবেন মোট্টা-খাসী
কর্ত্তা। কচি-মুখখানিতে বল্‌বে প্রেমের বুলি,
গয়না পেলেই আমার বয়স যাবে ভুলি' ;
ক্ষীর-নবনী দিব চাঁদ-মুখেতে তুলি' ;—
চাকর। (আর), চরণ ছাবা কর্‌বো হৈয়া ছাবা-দাসী।
কর্ত্তা। আর, কথায় কথায় যদি ক'রে বসে মান,
পায়ের উপর প'ড়ে বল্‌বো 'দুটো খান' ;—
তাতেও না ভাঙ্গিলে, ত্যজিব এ প্রাণ ;—
চাকর। কর্‌তা, আমি আপনার গলায় দিয়্যা দিমু ফাসী।

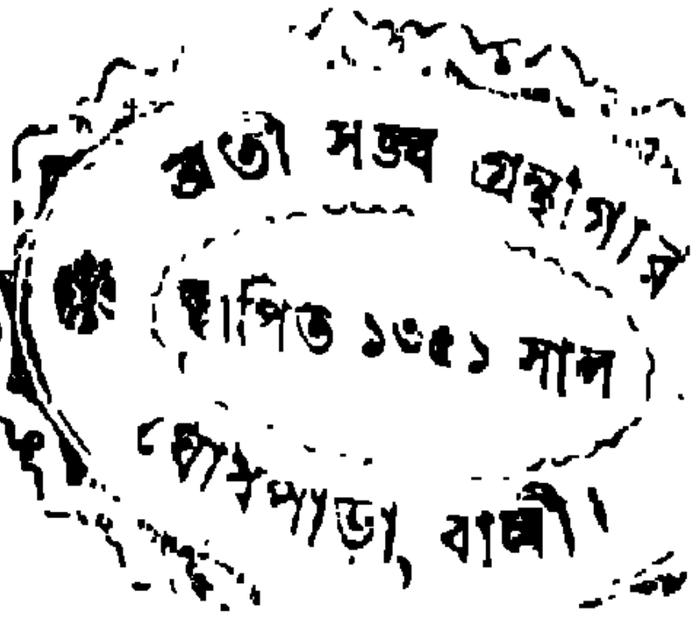

বিভাস—একতালা

(ক্ষেতে কুঁড়ে বেঁধে আমি পাহারা দিতাম) ।
(তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (ব'সে ব'সে
তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (সারা রাত
তামাক খেতাম আর পাহারা দিতাম) ; (খেঁক্‌শিয়াল
আর চোর তাড়াতাম, পাহারা দিতাম) ।

যেমন, সরোবর মাঝে, কমলের বনে,
কত শত পদ্ম-পাতা,
তেমনি, ক্ষীর-সরসীতে, শত শত লুচি,
যদি রেখে দিত ধাতা !

(আমি নেমে যে যেতাম) ; (ক্ষীর-সরোবর-ঘন-জলে আমি
নেমে যে যেতাম) ; (গামছা প'রে নেমে যে যেতাম) ;
(একটু চিনি যে নিতাম) ; (সেই চিনি ফেলে দিয়ে
ক্ষীর লুচি আমি মেখে যে খেতাম) ; (আহা মেখে যে
খেতাম !)

যদি, বিলিতি কুমড়ো হ'ত লেডিকিনি.
পটোলের মত পুলি ;
(আর) পায়েসের গঙ্গা ব'য়ে যেত, পান
ক'র্ত্তাম দু-হাতে তুলি' ।
(আমি ডুবে যে যেতাম) ; (সেই সুধা-তরঙ্গে ডুবে যে
যেতাম)

সঙ্ঘ লাইব্রেরী
স্থাপিত ১৩৫১ সাল
ঘোষপাড়া, বালী